বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২১-২০২২

উপজেলা পরিষদ,
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

উপজেলা পরিষদ
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

উপদেষ্টা

জনাব এডভোকেট মাহবুব আলী এম.পি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হবিগঞ্জ- ৪ আসন।

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মোঃ আব্দুল কাদির লস্কর
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
জনাব লুৎফুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
জনাব আবিদা খাতুন
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

প্রকাশনা কমিটি

১। জনাব মিলটন পাল - সভাপতি ।
উপজেলা ভূমি অফিস, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
২। জনাব খন্দকার গোলাম শত্তকত - সদস্য সচিব।
উপজেলা প্রকৌশলী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৩। জনাব মোঃ শামছুল হক - সদস্য।
উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৪। জনাব মোঃ মাসুদ রানা - সদস্য ।
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৫। জনাব প্লাবন পাল - সদস্য।
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
৫। জনাব ফাহমিদা ইয়াছমিন সদস্য।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

সম্পাদনায় ঃ

সত্যজিত রায় দাশ , উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

❖ **আর্থিক সহযোগিতায় ও কারিগরী সহযোগিতায়**
উপজেলা পরিষদ, চুনারুঘাট ,হবিগঞ্জ।

সূচীপত্র

১. প্রথম অংশ

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

১.১	ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট
১.২	বইটি যেভাবে ভাগ করা হয়েছে
১.৩	চুনারুঘাট উপজেলা অবস্থান
১.৩.১	ভৌগোলিক পরিচিতি
১.৩.২	উপজেলার পটভূমি
১.৩.৩	ভাষা ও সংস্কৃতি
১.৩.৪	দর্শনীয় স্থান
১.৩.৪.৩	হজরত শাহ্ জালাল (র.)-এর অন্যতম সহচর সিপাহ্সালার সাইয়েদ নাসির উদ্দিন(রঃ) এর দরগাহ্
১.৩.৪.১	সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান
১.৩.৪.২	রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
১.৩.৪.৪	দুমদুমিয়া লেক
১.৩.৪.৫	১৩ (নালুয়া, আমু, রেমা, চন্ডী, চান্দপুর, চাকলাপুঞ্জি, সাতছড়ি, লস্করপুর, দেউন্দি, লালচান্দ, দাড়াগাঁও, পারকুল, শ্রীবাড়ি) চা বাগান
১.৩.৪.৬	হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড
১.৩.৪.৭	বাল্লা কাস্টম্স
১.৩.৪.৮	খোয়াই নদী
১.৪	বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রনয়নোর উদ্দেশ্য
১.৫	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রূপরেখা
১.৬	পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল
১.৭	বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা

২. দ্বিতীয় অংশ

তথ্য সম্ভার

২.১	উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে চুনারুঘাট উপজেলা)
২.২ .১	উপজেলা শিক্ষা বিষয়ক তথ্য
২.২.২	উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য
২.২.৩	ভূমি রাজস্ব বিষয়ক তথ্য
২.২.৪	উপজেলা কৃষি বিষয়ক তথ্য
২.২.৫	যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য
২.২.৬	মৎস্য বিষয়ক তথ্য
২.২.৭	গবাদী পশু, হাঁস-মুরগীর খামার
২.২.৮	শিক্ষা ও বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য
২.২.৯	ধর্মীয় বিষয়ক তথ্য
২.২.১০	বিনোদন ও খেলাধুলা বিষয়ক তথ্য
২.২ .১	উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্য সম্ভার
২.২.২	হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
২.২.৩	প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)
২.২.৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান বিভাগ
২.২.৫	উপজেলা মৎস্য বিভাগ
২.২.৬	উপজেলা সমাজ সেবা বিভাগ
২.২.৭	উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ
২.২.৮	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
২.২.৯	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা
২.২.১০	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস
২.২.১২	উপজেলা কৃষি ও সেচ অফিস
২.২.১৩	উপজেলা বন ও পরিবেশ অফিস
২.২.১৪	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ
২.২.১৫	উপজেলা মহিলা বিষয়ক
২.২.১৬	উপজেলা সমবায় অফিস
২.২.১৭	উপজেলা পরিবার পরিবল্পনা বিভাগ
২.২.১৮	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
২.২.১৯	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
২.২.২০	অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
২.২.২১	উপজেলা নির্বাচন অফিস

৩. তৃতীয় অংশ

উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

৩.১	ভূমিকা
৩.২	উপজেলা পরিষদের ৩ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
৩.৩	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ৩ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়
৩.৪	ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয়

৪. চতুর্থ অংশ

আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষিত

৪.১ কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)
৪.১.১ প্রত্যাশা
৪.১.২ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য
৪.১.৩ উপজেলা পরিষদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার রুপরেখা
৪.১.৪ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল
৪.১.৫ সম্পদ ও এর উৎস
৪.১.৬ বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা
৪.২ বার্ষিক পরিকল্পনার আকার ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন
৪.২.১ ২০২১-২০২২ অর্থবছর উপজেলা পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগ ও ইউনিয়ন সমুহের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার

৫. পঞ্চম অংশ

উন্নয়ন প্রস্তাব বা কার্যক্রম

৫.১ স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক পরিকল্পনা ছক (প্রস্তাবনা)
৫.১.১ যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.২ কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৫ যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৬ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৭ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৮ জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.৯ পরিবেশ ও বন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.১০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.১.১১ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৫.২ বিভাগ/দপ্তরভিত্তিক পরিকল্পনা ছক (প্রস্তাবনা)
৫.২.১ বার্ষিক পরিকল্পনার আকার ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন
৫.৩ উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় যৌথ অর্থায়নে গৃহীত/প্রস্তাবিত প্রকল্প সমুহ

৬. ষষ্ঠ অংশ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট

৬.১ বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি
৬.২ বাজেট সূচী

কাদির লস্কর

মো: আব্দুল

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও জনকল্যাণধর্মী বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন। এরই অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সম্পদের সুষম বন্টন, বাজেট ইত্যাদি প্রণয়নপূর্বক জনগণের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক নীতি বিশেষত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিভিন্ন আর্থিক খাতসমূহ যেমনঃ আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, তা অর্জন এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সুচিন্তিত কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং যথাযথ নীতি নির্ধারণ করা অতীব জরুরী।

আমরা জানি জনগণের উদ্যোগের ফলে প্রথাগত আর্থিক কাঠামো ছাড়াও বিরাজমান সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এলক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনা এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ ও সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এই বার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারার (১) উপধারায় পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (Vision) ২০৪১ এবং সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিশেষভাবে

বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আমি উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের কাজে যুক্ত সকল সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মো: আব্দুল কাদির লস্কর

সত্যজিত রায় দাশ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

সম্পাদকীয়

সুষ্ঠু কর্ম-পরিকল্পনা উন্নয়নের সুন্দর পথকে সুগম করে। উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন, ব্যবহার ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীর্কায। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে জনগণের অংশ গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসুচীতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগোপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্তই নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখার সুযোগ পায়। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারি-বেসরকারি অনুদান এবং সম্পদের যৌথ ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত কল্পে উপজেলা পরিষদ, চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমূহে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র লক্ষ্য সমূহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

একচল্লিশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। আর এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। তাই পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাদের এরূপ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার কারণেই এ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের সুফল যাতে চুনারুঘাট উপজেলার জনগণ পেতে পারে এর সর্বাত্বক প্রচেষ্টা থাকবে অব্যাহত।

আমি এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আন্তরিকভাবে কামনা করি।

সত্যজিত রায় দাশ

মোঃ লুৎফুর রহমান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ,
চুনারুঘাট,হবিগঞ্জ।

আমাদের প্রত্যাশা

উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিকে অধিকতর সক্রিয় করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও তা উত্তরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে। উপজেলার আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সাধনসহ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন যুব, সমাজসেবা, সামাজিক বনায়ন ও সংস্কৃতিক কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরত্বারোপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে, ইহার প্রয়োগিক ভূমিকা নিশ্চিত করলেই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সফল হবে।
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের কাজে যুক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ লুৎফুর রহমান)

জনাব আবিদা খাতুন

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

আমাদের প্রত্যাশা

উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি বই প্রকাশ হচ্ছে-এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক। আমার বিশ্বাস এটি সারা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা উন্নয়ন পরিকল্পনার বই হবে। চুনারুঘাট উপজেলার জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করি।

অত্র এলাকার নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে চুনারুঘাট পক্ষ থেকে উপজেলাবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আবিদা খাতুন

১. প্রথম অংশ ঃ

২. ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে নতুন সেতু বন্ধন তৈরী করা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল রাখা। দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় । বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এরমধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্যতম। স্থানীয় পর্যায়েও পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের এ ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়, সেহেতু কোন কাজগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে হতে কোন সময়ের জন্য কোন কাজটি অগ্রাধিকার দেয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষেষ সুবিধা পাওয়া যায় এবং তা থেকে জনগণ উপকৃত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ও স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী পদ্ধতি এবং সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণযনে অনুসরন করা একান্ত প্রয়োজন।পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং একটি গণতান্ত্রিক কার্যকর শক্তিশালী পরিষদ গঠন। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন রুপকল্প ২০৪১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ বিষেশভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগনের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে চুনারুঘাট উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়াস নেয়া হয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১.২ বইটি যেভাবে ভাগ করা হয়েছে

চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম গতিশীল ও কার্যকর করার মাধ্যমে উপজেলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'তথ্য, পরিকল্পনা এবং বাজেট' বইটি সাতটি অংশেকে সমন্বিত করে প্রণীত হয়েছে। প্রথম অংশে উপজেলার প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এখানে এই বইটি তৈরীর উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা বিষয়েও বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে চুনারুঘাট উপজেলার মৌলিক তথ্য, উপজেলার খাতভিত্তিক তথ্য যেমন-ভৌত অবকাঠামো, কৃষি,মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, যুব ও ক্রীড়া ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় অংশটি সাজানো হয়েছে উপজেলার সম্পদসমূহের বিবরণের মাধ্যমে। এখানে উপজেলা পরিষদের বিগত পাঁচ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রাপ্তি এবং ব্যয়, অস্থান্তরিত বিভাগসমূহের মোট প্রাপ্তি, স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের স্থিতি (সঞ্চয়, মূলধন, বিনিময়, খাতওয়ারী ঋণের লক্ষমাত্রা ও অর্জন), এনজিওর কার্যক্রম ও আর্থিক আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সম্পদের সামগ্রিক একটি চিত্র এই অংশে পাওয়া যাবে। বইটির চতুর্থঅংশে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন খাতে আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান অগ্রগতি কতটুকু এবং পরবর্তীতে এই অর্জনের সীমানা কতটুকু সে বিষয়ে বলা হয়েছে। চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ কিভাবে তা অর্জন করবে তার একটি রুপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলার সমস্যাসমূহের তালিকা থেকে পাঁচটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলোকে কেন্দ্র করে পঞ্চম অংশটি সাজানো হয়েছে । উপজেলা পরিষদের কমিটিসমূহ বিভিন্ন সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব, এনজিও তথা অন্য কোন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে যৌথ প্রকল্প প্রস্তাব, এমনকি স্থানীয় সংসদ সদস্যের বরাদ্দ তথা এলজিইডির আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বশেষ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত বিশেষ কিছু প্রকল্পের তালিকা এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশে যথাক্রমে উপজেলা পরিষদের বাজেট ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন নাগরিকবৃন্দের জানার অধিকার নিশ্চতকল্পে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন এবং এমডিজি পরবর্তী উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনায় চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের খাতভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ভিশনও সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে - যাতে পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদকে নতুনভাবে তার কার্যক্রম শুরু করতে না হয়। তাদের সম্ভাবনাময় উন্নয়ন ভাবনার সাথে এগুলোর প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কাজটিও পরবর্তীতে সহজতর হবে । চুনারুঘাট উপজেলার সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিচিতি তুলে ধরতে এটি সহায়তা করবে প্রথম অংশে সন্বিবেশিত হয়েছে অতপর পরিকল্পনা বইটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য, কর্ম পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির এই অংশে চুনারুঘাট উপজেলার একটি মানচিত্রও সংযোজন করা হয়েছে।

১.৩ চুনারুঘাট উপজেলা অবস্থান

১.৩.১ ভৌগোলিক পরিচিতি : এ উপজেলার দক্ষিণে ভারত ও হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা, উত্তরে শায়েস্থাগঞ্জ ও বাহুবল, পূর্বে ভারত ও মৌলভী বাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা এবং পশ্চিমে মাধবপুর উপজেলা।

চুনারুঘাট উপজেলার পটভূমি

অতিপ্রাচীনকালে এই এলাকার নাম নাম ছিল তরফ রাজ্য। এই রাজ্যের সর্বশেষ রাজার নাম ছিল আছক নারায়ণ এবং তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান বাল্লা সীমান্তের নিকটে টেকারঘাট গ্রামে। হযরত শাহজালাল (রঃ) নিন্দেশে সিপাহসালার সাইয়েদ নাসির উদ্দিন কর্তৃক তরফ রাজ্য বিজয়ের পর এই অঞ্চলে মুসলিম শাসন আরম্ভ হয়। তৎকালে অত্র এলাকায় খোয়াই নদী ছাড়া যোগাযোগের অন্যকোন বিকল্প পথ ছিলনা। সেসময় খোয়াই নদীর পশ্চিম তীরে বড়াইল মৌজায় একটি নদীর ঘাট ছিল। এই ঘাট দিয়ে নদী পথে অন্য এলাকার জনসাধারণ যাতায়াত ও মালামাল আদান প্রদান করত। বিশেষ করে চা বাগান সমৃদ্ধ এ এলাকায় উৎপাদিত চা ও অন্যান্য মালামাল রপ্তানী কাজেও একমাত্র ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হত। জনশ্রুতি আছে, এ ঘাটের পার্শ্বে একজন বিখ্যাত চুন ব্যবসায়ী ছিলেন। যাঁর চুনের ব্যবসা তৎকালে সমগ্র তরফ রাজ্যে বিস্তৃত ছিল। তখন এই এলাকা চুন ব্যবসায়ী ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে এলাকাটি চুনারুঘাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১.৩.৩ ভাষা ও সংস্কৃতি :

ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং ভাষার পরিবর্তন হয় এলাকাভিত্তিক এবং দূরত্বের উপর নির্ভর করে। সে হিসেবে চুনারুঘাটবাসীর মুখের ভাষা খাটি বাংলা ভাষা হতে বেশ খানিকটা ভিন্ন। কারণ চুনারুঘাট উপজেলায় ৬১ ধরণের অদিবাসীর বসবাস। অদিবাসীদের বিভিন্ন গোত্রের আলাদা ভাষা এবং আলাদা সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে আসছে। তাই ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য।

১.৩.৪ দর্শনীয় স্থান :
ঐতিহাসিক/দর্শনীয় স্থান/পর্যটন স্থান

১। **সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানঃ** সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক উদ্যান। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ/সংশোধন আইনের বলে ২৪৩ হেক্টর এলাকা নিয়ে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে "সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান" প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রঘুনন্দন পাহাড়ে অবস্থিত। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে এর দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। উদ্যানের কাছাকাছি ৯টি চা বাগান আছে। উদ্যানের পশ্চিম দিকে সাতছড়ি চা বাগান এবং পূর্ব দিকে চাকলাপুঞ্জি চা বাগান অবস্থিত।

২। **রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যঃ** রাজধানী থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। দেশের যে কয়েকটি জঙ্গল টিকে আছে সেগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়ি প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রেমা-কালেঙ্গা। আর সুন্দরবনের পরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনভূমি এটি।

৩। **মুড়ারবন্দ মাজারঃ** হযরত শাহজালাল (রঃ) এর অন্যতম সহচর সিপাহ্সালার সাইয়েদ নাসির উদ্দিন (রঃ) অনুমান ১৩১৮ খ্রি. সনে তরফ রাজ্য জয় করে এখানে অবস্থান করেন। মুড়ারবন্দে তার মাজার শরীফ আছে।

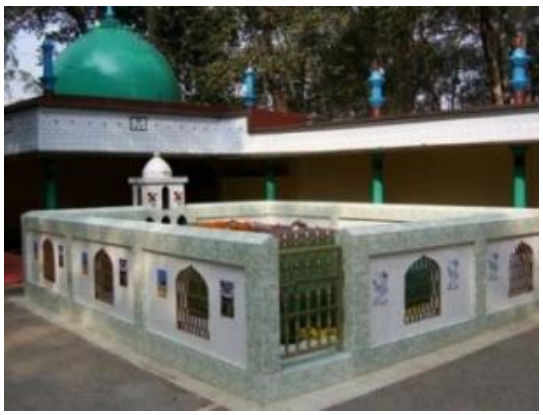

কিভাবে যাবেনঃ রাজধানী শহরের সাথে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম সড়কপথ। তাছাড়া ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সিলেটগামী রেল গাড়ীতে শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে(জংশন) নেমে সড়কপথে চুনারুঘাট আসা যায়। ইংরেজ আমল থেকে রেলপথে যোগাযোগের জন্য বাল্লা হতে শায়েস্তাগঞ্জ জংশন পর্যন্ত রেল চলাচল ছিল । সীমান্ত এলাকা হওয়ায় সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে যাত্রী চলাচল না করায় সরকারের লোকসানের কারণে প্রায় ২৫ বছর যাবত রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে সম্প্রতি বাল্লা পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর করা হলে এই রেললাইনের রাস্তাটি হাইওয়ে সড়ক হিসেবে রূপান্তর করার জন্য পত্রালাপ চলছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রত্যন্ত এলাকা বাল্লার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সহজতর হবে। তাছাড়া প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পাকা সড়ক যোগাযোগ ও আভ্যন্তরীন হাট-বাজার ও গ্রামের মধ্যেও কাচাপাকা সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান।

১.৩.৫. চুনারুঘাট উপজেলর মানচিত্র

১.৪ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ উপজেলা পরিষদের জনসাধারণের অবস্থা সারা দেশের জনসাধারণের অবস্থা থেকে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্র হ্রাসকরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা। পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ ঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারীত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণীজসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১.৫ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রূপরেখা

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ	অন্যান্য

স্থানীয় অংশে জাতীয় দপ্তর ভিত্তিক প্রকল্প যা বাস্তবায়নযোগ্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে	ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য প্রকল্প	এমপি মহোদয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প
	উপজেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	ব্যাংকিং/ঋন কার্যক্রমা	এনজিও প্রকল্প
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্প জেলা পরিষদের প্রকল্প এলজিইডির প্রকল্প	---	সিভিল সোসাইটি সংগঠন/কমিউনিটি অর্গানাইজেশন

১.৬ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। যার মধ্যদিয়ে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয়বারের মতো একটি বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

- ❖ প্রথমত : বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ❖ দ্বিতীয়ত : পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্পদের উৎস এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি, পরিষদে ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরি করেছে। যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করেছে এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরি করতে সহায়তা করবে।
- ❖ তৃতীয়ত : উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি স্থায়ী কমিটির নিকট থেকে চাহিদা/প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ চতুর্থত : পরিকল্পনা কমিটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অত:পর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনার করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি, বেসরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করেছেন। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ খসড়া পরিকল্পনাটি শুনেছেন এবং পুনরায় তাদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছেন।

পরিকল্পনা ছক:তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

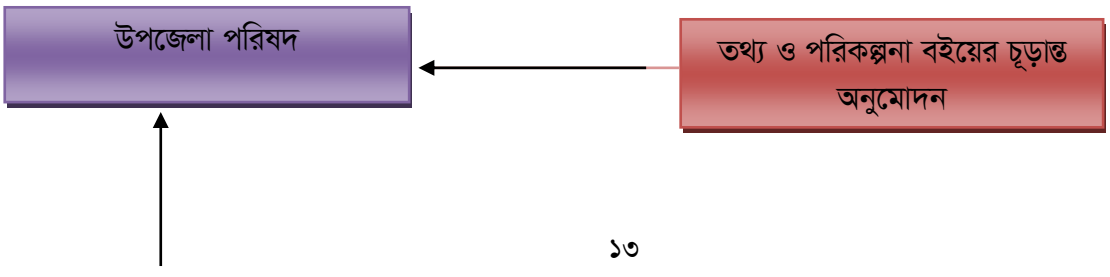

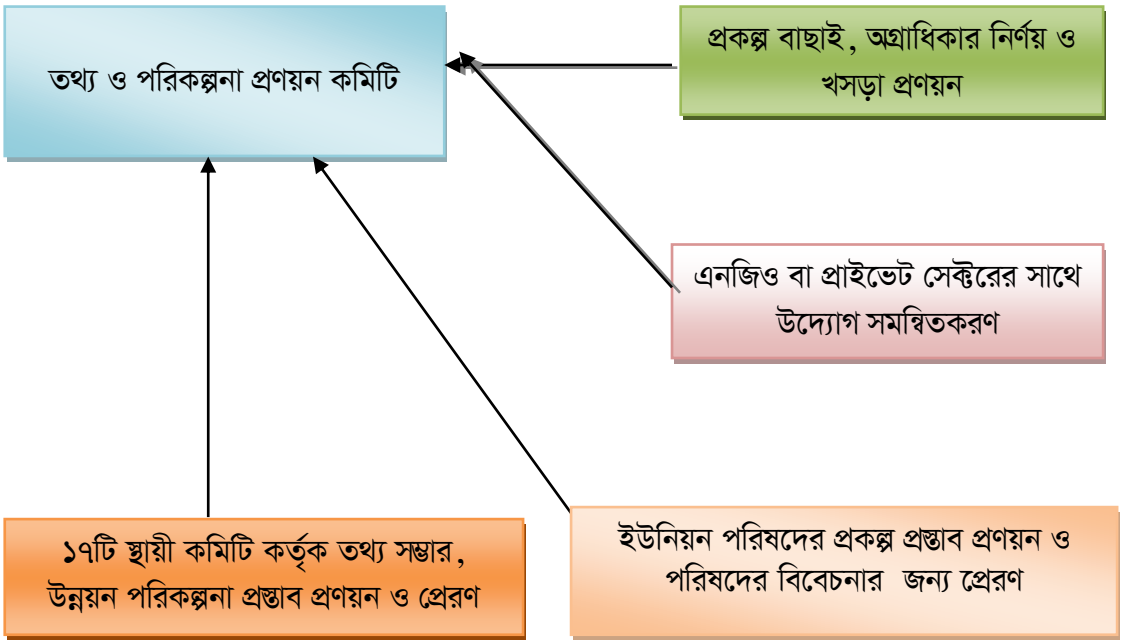

চুনারুঘাট উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল উৎস হতে সম্পদ আহরণ করা হবে তা নিম্নরূপঃ

১। পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল;
২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩। উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের প্রকল্পের উৎস্য;
৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুদান;
৫। ভূমি হস্তান্তর করের ১%;
৭। ভূমি উন্নয়ন করের ২%;
৬। কাবিখা ও কাবিটা;
৭। দাতা সংস্থার অনুদান;
৮। বেসরকারী সংস্থার অনুদান;
৯। সমবায় সমিতি;
১০। উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী/অফিসের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়
১১। হাট-বাজার, হস্তান্তর জলমহাল ও খেয়াঘাট হইতে ইজারালব্ধ আয়ের অংশ
১২। অন্যান্য।

বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা :

চুনারুঘাট উপজেলা পর্যায়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে - উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন রূপরেখা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ৪২ নং ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পণা প্রস্তুতের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। পরিকল্পণা প্রস্তুতকরণ বিষয়ে উপজেলা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ না থাকার কারণেপরিকল্পণা প্রণয়নে কাঠামোগত ধাপসমূহ সুবিন্যস্তকরণ এবং পঙ্খানুপঙ্খরূপে অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য ছিল। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে সময় বেশী ব্যয় হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অংশ ঃ তথ্য সম্ভার

২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ

টেবিল-০১: চুনারুঘাট উপজেলার সাধারণ তথ্য

১। উপজেলার আয়তন	ঃ	৪৯৫.৫২ বর্গ কিঃ মিঃ
২। সীমানা	ঃ	**উপজেলার অবস্থান ঃ** এ উপজেলার দক্ষিণে ভারত ও হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা, উত্তরে শায়েস্তাগঞ্জ ও বাহুবল, পূর্বে ভারত ও মৌলভী বাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা এবং পশ্চিমে মাধবপুর উপজেলা।
২। মোট জনসংখ্যা	ঃ	পুরুষ ঃ ১,৪৭,১০৮ জন মহিলা ঃ ১,৫৫,০০২ মোট = ঃ ৩,০২,১১০ জন বর্তমান লোক সংখ্যাঃ (২০১১)
২। ভোটার সংখ্যা	ঃ	পুরুষ - ৯৬,৫৪৪, মহিলা - ৯৫,১০৩ মোট = ১,৯১,৬৪৭। (সর্বশেষ আমদশুমারী অনুযায়ি)।
৩। ইউনিয়ন সমূহ	ঃ	১০টি ইউনিয়ন । ১। গাজীপুর ইউনিয়ন ২। আহম্মদাবাদ ইউনিয়ন ৩। দেওরগাছ ইউনিয়ন ৪। পাইকপাড়া ইউনিয়ন ৫। শানখলা ইউনিয়ন ৬। চুনারুঘাট ইউনিয়ন ৭। উআহাটা ইউনিয়ন ৮। সাটিয়াজুরী ইউনিয়ন ৯। রাণীগাঁও ইউনিয়ান ১০। মিরাশী ইউনিয়ন।
৩। জেলা সদর হতে দূরত্ব	ঃ	২৯ কি.মি.
৪। ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ	৯০টি
৫। মৌজা ও মহল্লার সংখ্যা	ঃ	মৌজা-১৬৫ টি, গ্রাম-৩৬৫ টি
৬। বসত বাড়ীর সংখ্যা	ঃ	৬১,১৩২ টি
৭। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাস	ঃ	৭০৮ জন

২.২.১ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

১। স্কুল এন্ড কলেজ	ঃ	সরকারী- ০১টি , হাইস্কুল এন্ড কলেজ- ০৪ টি
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	সরকারি-০১টি, বেসরকারি- ১৬টি
৩। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	০২টি
৪। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১৬৬টি
৫। মাদ্রাসা	ঃ	ফাজিল মাদ্রাসা- ০২টি, আলীম-০১টি মাধ্যমি- ১৮টি
৬। শিক্ষার হার	ঃ	পুরুষঃ ৫৩% মহিলাঃ ৫৬%

১.২ স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ঃ

১। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ	৯ টি
২। কমিউনিটি ক্লিনিক	ঃ	৩০ টি
৩। স্যাঠেলাইট ক্লিনিক	ঃ	৮০ টি
৪। EPI আউটরীচ সেন্টার	ঃ	২৩০ টি
৫। জন্মের হার FFR	ঃ	৩%
৬। মৃত্যুর হার	ঃ	১.০৪%
৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	ঃ	২.১%

৮। পানিবদ্ধ পায়খানা	ঃ	৩১৯৫০ টি

২.১.৩ ভূমি রাজস্ব বিষয়ক তথ্য ঃ

১। সংরক্ষিত বনভূমি	ঃ	১১৬৬৯.৭৮ হেক্টর
২। হোল্ডিং সংখ্যা	ঃ	২৫ বিঘার উর্দ্ধে- ২৪৫টি ২৫ বিঘার নিম্নে- ৬৯৮২৭ টি
৩। খাস জমির পরিমাণ	ঃ	কৃষি- ৬৫০.৫৬ অকৃষি- ৫৮৬১.৪২ একর
৪। বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ	ঃ	কৃষি- ৫৮১.৩২ একর অকৃষি- ২৩২৫.৮৩ একর
৫। বন্দোবস্ত খাস জমির পরিমাণ	ঃ	কৃষি- ৩৪২.০০ একর অকৃষি- ৫৬.১৫ একর
৬। অবন্দোবস্তকৃত খাস জমির পরিমাণ	ঃ	কৃষি- ১৬৯.৯৮ একর অকৃষি- ১২১৬.৭৭ একর
৭। চা বাগান	ঃ	১৩টি
ক। জলমহালের সংখ্যা	ঃ	৩টি
খ। বালু মহল	ঃ	১১টি
১০। মোট ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	ঃ	২৭৫.৭৭ একর
১১। আশ্রয়ণ	ঃ	০৪টি
১২। আদর্শ গ্রামের সংখ্যা	ঃ	০২টি
১৩। ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ	০৪টি

২.১.৪ কৃষি বিষয়ক তথ্য ঃ

১। মোট আবাদী জমির পরিমাণ	ঃ	৪৫,৭৪০ হেক্টর
২। আবাদ যোগ্য জমি	ঃ	৩৯৪৫৪ হেক্টর
৩। বর্তমানে আবাদকৃত জমি	ঃ	২৭৫০০ হেক্টর
৪। মোট এক ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	৮৭০ হেক্টর
৫। মোট দুই ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	১৩৭৬৮ হেক্টর
৬। মোট ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	৪৫১৮২ হেক্টর
৭। চাষ যোগ্য পতিত জমি	ঃ	২১৬১৬ হেক্টর
৮। স্থায়ী পতিত জমি	ঃ	১১৯৫৪ হেক্টর
৯। চাষের অনুপযোগী জমি	ঃ	১৫৫১৫ হেক্টর
১০। বনাঞ্চল	ঃ	৩৬৮৮ হেক্টর
১১। ফসলের নিবিড়তী	ঃ	২২৩.৩৪%

২.১.৫ যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য ঃ

১। ব্রিজ/কালভার্ট	ঃ	১২৫৬টি
২। ডাকঘর	ঃ	১৮টি

৩। বাস স্টেশন	ঃ	১৬টি

২.১.৬ মৎস্য বিষয়ক তথ্য ঃ

১। মোট পুকুরের সংখ্যা	ঃ	৩৭৩৮টি
২। মৎস্য খামারের সংখ্যা	ঃ	১২টি
৩। জল মহাল	ঃ	০৪টি
৪। মোট হ্যাচারীর সংখ্যা	ঃ	--
৫। মৎস্যজীবি	ঃ	০৯টি সংগঠন

২.১.৭ গবাদী হাঁস-মুরগীর খামার

১। দুগ্ধ খামার	ঃ	০১টি
২। মুরগীর খামার	ঃ	৭৫টি
৩। হাঁসের খামার	ঃ	৩০টি

২.১.৮ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ঃ

১। চা- বাগান	ঃ	১৩টি
২। রাইছ মিল	ঃ	৬৫টি
৩। ইঠ ভাটা	ঃ	২০টি
৪। কুঠির খামার কেন্দ্র	ঃ	০৪টি
৫। স'মিল	ঃ	১৪টি
৬। ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প	ঃ	০৩টি
৭। নাসারী	ঃ	১০টি
৮। হোটেল/রেস্টুরেন্ট	ঃ	১৭৭টি
৯। ফিলিং স্টেশন	ঃ	০৪টি
১০। দৈনিক বাজার	ঃ	২৭টি
১১। ডেকোরেটার্স সার্ভিস	ঃ	১৫টি

২.১.৯ ধর্মীয় বিষয়ক

১। মসজিদ	ঃ	৪৪৮টি
২। ঈদগ্াহ	ঃ	১০৭ টি
৩। মন্দির	ঃ	৯৫টি
৪। গীর্জা	ঃ	০৬টি
৫। প্যাগোডা	ঃ	০১টি
৬। গোরস্থান	ঃ	২৩৪টি
৭। শ্বশ্মান	ঃ	২৯টি

২.১.১০ বিনোদন ও খেলাধুলা বিষয়ক তথ্য ঃ

১। সিনেমা হল	ঃ	০২টি
২। ক্লাব	ঃ	৩৫টি
৩। খেলার মাঠ	ঃ	০১টি

৪। লাইব্রেরী	ঃ	১২টি
৫। সাইবার ক্যাফে	ঃ	--

২.২ উপজেলার খাত ভিত্তিক তথ্য সম্ভার

তৃতীয় অংশ ঃ উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র

৩.১ ভুমিকা

চুনারুঘাট উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যে সকল উৎস হতে সম্পদ আহরন করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর থোক বরাদ্দ;
২. রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩. স্থানীয় অনুদান
৪. এডিপি ভুক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রর্যাপ্ত অর্থ
৫. কোন সংস্থা বা কতৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ
৬. হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থ (অবশিষ্ঠ ৪১%)
৭. ভূমি হস্তান্তর করের ১%
৮. ভূমি উন্নয়ন করের ২%
৯. পরিষদেও অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা
১০. সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস যত প্রাপ্ত

বিভাগ ভিত্তিক ভিশন ঃ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে **চুনারুঘাট** উপজেলার জনগণের টেকসই উন্নয়ন করত: উপজেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। রূপকল্প অর্জনের লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বৎসরে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা সমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

খাত	ভিশন	মন্তব্য
কৃষি	দানাদার জাতীয় ফসল, তেলজাতীয় ফসল, ফলজাতীয় ফসলের উৎপাদন ও সবজির উৎপাদন টেকসই ভাবে বৃদ্ধি করা। কৃষিজ উৎপাদ দ্রব্য-সামগ্রী উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। পরিবেশ বান্ধব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	
মৎস্য	মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	
প্রাণি সম্পদ	প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।	
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষা: বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত করা । পাঠটিকা ও পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ পাঠদান ১০০% নিশ্চিত করা। যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদান ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% পাশের হার নিশ্চিত করা । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইউনিফরম ১০০% নিশ্চিত করা । শ্রেণীকক্ষসহ স্কুল আঙ্গিনা ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহনে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। স্কুল আঙ্গিনায় কমপক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩টি করে বনজ ও ২টি করে ফলজ বৃক্ষ রপন করা। মাধ্যমিক শিক্ষা: মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ সক্রিয় করা।	
স্বাস্থ্য	জন স্বাস্থ্য বিভাগ: স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার ১০০% উন্নীত করা। স্বাস্থ্য বিভাগ: কমিউনিটি ক্লিনিক এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত করা। শিশু - মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। মাতৃ - মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা	
পরিবার পরিকল্পনা	পরিকল্পিত পরিবার গঠন নিশ্চিতকরণ	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপজেলার পল্লীতে বসবাসরত অসহায়দের একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুজিঁ গঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রের হার কমানো। উপজেলার দারিদ্র বিমোচনে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মদক্ষতা করে গড়ে তোলা	
মহিলা বিষয়ক	আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা। নারী উন্নয়ন ফোরামসহ অপরাপর সমধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা শক্তিশালী করা।	
সামাজিক নিরাপত্তা	বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ভাতার পরিমাণ চাহিদার নিরিখে বৃদ্ধি করা।	
যোগাযোগ	রাস্তা নির্মান/পুনঃ নির্মান এবং গ্রামীণ রাস্তায় প্রয়োজনে ব্রীজ নির্মান করা, উপজেলার অন্তর্গত সকল উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক গুরত্বপূর্ন গ্রামীন সড়ক পাকাকরন এবং প্রয়োজনীয় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে উপজেলার সার্বিক নিরাপদ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।	

চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটি সমূহের ভিশন এবং দৃষ্টিভঙ্গি (২০২১-২০২২ হইতে ২০২৩-২০২৪) ঃ

চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৭ টি বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ ভাইস-চেয়ারম্যানগণ তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব কর্তব্য অনুযায়ী স্ব স্ব স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হস্তান্তরিত বিভাগের উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্থায়ী কমিটি সদস্যদের মধ্যে নির্ধারিত সদস্যদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয় বিত্তিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুশীল সমাজ, অবসর প্রাপ্ত পেশাজীবী, ব্যবসায়ী প্রতনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার নাগরিকগণকে কো-অপ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হচেচ্ছ। প্রতিটি স্থায়ী কমিটি প্রতি দু'মাস অন্তর একটি সভায় মিলিত হন এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে মতামতসহ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে থাকেন যা কিনা উপজেলা পরিষদের মাসিক সধারণ সভায় পেশ করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক প্রণীত দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র:নং	কমিটির নাম	কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি
০১	প্রাথমিক ও গনশিক্ষা	২০২৫ সালের মধ্যে সকল স্কুলগামী শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করা
০২	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
০৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে **সিলেট সদর** উপজেলায় পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনসচেতনতা গড়ে তোলা
০৪	সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে সকল জনসংঠনগুলো শক্তিশালী করা
০৫	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা ও নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা একি সাথে নারী ও শিশুদের প্রতিভার বিকাশ ও উন্মেষনে কার্যকরী পরিবেশ তৈরি করা
০৬	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে সকল জনগোষ্ঠীকে মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সচেতন করা এবং অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান করা
০৭	বন ও পরিবেশ বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বনায়ন তৈরী করা এবং সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণীয় বিষয়াদি নিশ্চিত করা
০৮	জনস্বাস্থ্য ,স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	২০২৫ সালের মধ্যে সকল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি সুবিধা নিশ্চিত করা
০৯	বাজার মূল্য,পর্যবেক্ষন , মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন বিষয়ক	বাজার মূল্য,পর্যবেক্ষন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন করার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা এবং সরকারের মোবাইল কোর্টকে সহযোগিতা করা
১০	আইন শৃংখলা বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সুশৃংখল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা
১১	কৃষি ও সেচ বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত সেচ ও লাগসই, টেকসই বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং সকল অনাবাদি জমি কৃষি কাজের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে কষিজ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা
১২	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে সকল মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাশের হার বৃদ্ধিসহ শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করা
১৩	যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে যুবদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সময়ে আয়োজন করা
১৪	সমাজ কল্যান বিষয়ক	২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ কল্যান বিষয়ক জনসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা
১৫	মৎস্য ও প্রানীসম্পদ বিষয়ক	মাছের অভয়ারন্য গড়ে তোলাসহ উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা পূরণসহ উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। উন্নত জাতের পশুপালনে জনগনকে সচেতন করা
১৬	শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক	শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল ওয়ার্ডে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, ছড়া, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তথ্য প্রযুক্তি/ডিজিটাল মেলা, বৈশাখী মেলা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি স্থানীয় সংস্কৃতি চর্চা বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

১৭	অর্থ,বাজেট পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ	নিয়মিত উপজেলা পরিষদের বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তাতে জনঅংশগ্রহন সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকা

৪.১.১ প্রত্যাশা সমূহ :

- জ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজ গঠন করা
- দরিদ্র হ্রাস করণ
- যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন
- জনগনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়া
- ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস
- ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে শক্তিশালী করা
- জনগণের জীবনযাপন নিরাপদ ও শান্তিময় করা
- নিরাপদ স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
- সকলের জন্য ই সেবা নিশ্চিত করা

৪.১.২ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিষদের জনসাধারণের অবস্থা সারা দেশের জনসাধারণের অবস্থা থেকে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্র হ্রাসকরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ ঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে চুনারুঘাট উপজেলার পরিষদের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারীত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণীজসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ তথা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৪.১.৩ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রূপরেখা

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ	অন্যান্য
স্থানীয় অংশে জাতীয় দপ্তর ভিত্তিক প্রকল্প যা বাস্তবায়নযোগ্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে	ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	শিল্প ও বাণিজ্য প্রকল্প	এমপি মহোদয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প
	উপজেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	ব্যাংকিং/ঋন কার্যক্রমা	এনজিও প্রকল্প
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্প জেলা পরিষদের প্রকল্প	---	সিভিল সোসাইটি সংগঠন/কমিউনিটি অর্গানাইজেশন

৪.১.৪ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ প্রথমবারের মতো একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

- ❖ প্রথমত : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ❖ দ্বিতীয়ত : পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্পদের উৎস এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি, পরিষদে ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরি করেছে। যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করেছে এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরি করতে সহায়তা করবে।
- ❖ তৃতীয়ত : উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি স্থায়ী কমিটির নিকট থেকে চাহিদা/প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ চতুর্থত : পরিকল্পনা কমিটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অত:পর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনার করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি, বেসরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করেছেন। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ খসড়া পরিকল্পনাটি শুনেছেন এবং পুনরায় তাদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছেন।

৪.১.৫ সম্পদ ও এর উৎস

চুনারুঘাট উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল উৎস হতে সম্পদ আহরন করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল;
২. রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩. চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচি/বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ;
৪. প্রাধিকারপূর্ণ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের অনুদান হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সৃষ্ট তহবিল;
৫. ভূমি উন্নয়ন কর ২%;
৬. স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর করা ১%
৭. কাটিখা ও কাবিটা;
৮. দাতা সংস্থা ;
৯.বেসরকারী সংস্থা;
১০.সমবায়/সমিতি
১১. ইত্যাদি;

২০২১-২২ বছরে সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রকল্পের পূনাঙ্গঁ তালিকা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মন্তব্য
০১	সুন্দরপুর বাজারে ফিশ শ্যাড নির্মাণ	
০২	ভোলারজুম বাজারে ফিশ শ্যাড নির্মাণ	
০৩	কালিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ০১ (এক) কক্ষ বিশিষ্ট শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ।	
০৪	চুনারুঘাটউপজেলার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যলয়ে বেঞ্চ সরবরাহ ।	
০৫	চুনারুঘাট উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) সিলিং ফ্যান সরবরাহ ও ফিটিং ।	
০৬	বাসুল্লা বিশগাও দারুছ ছালাম মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
০৭	চুনারুঘাট আসামপাড়া রাস্তার এডঃ খয়ের মিয়ার বাড়ি হইতে গজারিয়া পাড়া গ্রামের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
০৮	গাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	
০৯	নালুয়া চা-বাগানের দুর্গা মন্দির ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
১০	আমুসাধুপাড়া রাধা কৃষ্ণ মন্দির ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
১১	আমু চা- বাগানের পুরান লাইন রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
১২	আম রোড স্কুল এন্ড কলেজের বাউন্ডারিওয়াল নির্মাণ।	
১৩	ইকর তলী মন্ডপ ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
১৪	ছয়শ্রী কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন। (আংশিক)	
১৫	ষারের কোনা মসজিদ ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
১৬	জুড়িয়া গ্রামের ঈদগাহ উন্নয়ন।	
১৭	ধনশ্রী গ্রামের ঈদগাহ উন্নয়ন।	
১৮	দেওরগাছ ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	
১৯	হলহলিয়া গ্রামের চানমিয় াবাড়ির নিকট গ্রামের মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
২০	চুনারুঘাট- সতং রাস্তা হইতে গনেশপুর গ্রামের কবর স্থানের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	
২১	হলদি উড়া রফিক মিয়ার বাড়ির নিকট মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
২২	সাতছড়ি গারু টিলা মন্দির ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
২৩	পাইকপাড়া ইউ/পি'র বিভিন্ন স্থানে অফসেট ল্যাট্রিন ও রিং পাইপ সরবরাহ ।	
২৪	শাকির মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	
২৫	চিনাই বিল মন্দির ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
২৬	মহিমাউড়া সুন্নীয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন।	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মন্তব্য
২৭	রঘুনন্দন চা- বাগানের কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
২৮	বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয় (লালচান) উন্নয়ন।	
২৯	শ্রীবাউর খালেদ মিয়া তরফদার এর বাড়ির রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৩০	শানখলা ইউনিয়ন পরিষদের গেইট নির্মাণ।	
৩১	শাইল গাছ মকবুল মুন্সি বাড়ির নিকট মসজিদ ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৩২	চুরতা গ্রামের ঈদ গা উন্নয়ন।	
৩৩	করই তলা বাজারের মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন। (আংশিক)	
৩৪	নরপতি সচিব মহোদয়ের বাড়ির নিকট ঈদগাহ উন্নয়ন।	
৩৫	(ক) চুনারুঘাট সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন, (খ) দঃ নরপতি কোনাপাড়ার রাস্তা ইট সলিং ও পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	
৩৬	উলুকান্দি হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৩৭	হাতুরাকান্দি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৩৮	উবাহাটা আজিজিয়া মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৩৯	উবাহাটা বড়বাড়ির রাস্তায় পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	
৪০	উলুকান্দি এলজিইডি রাস্তার জিতু মেম্বার এর বাড়ির নিকট হইতে সওদাগর চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির নিকট পর্যন্তরাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৪১	টিলাগাঁও পারকুল রাস্তা হইতে টিলাগাঁও মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৪২	বাসুদেব পুর গ্রামের মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৪৩	সাটিয়াজুরি মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৪৪	সাটিয়াজুরি ইউ/পি'র বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	
৪৫	পশ্চিমপীরের গাঁও জামতলী মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৪৬	লকাইরগাঁও মন্দির ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
৪৭	নাছিমাবাদ বাগানের হরি মন্দির ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন।	
৪৮	হাজীপুর রউফ মিয়া সাহেবের বাড়ির নিকট মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৪৯	রাজাকোনা মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৫০	রানীগাও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	
৫১	নিশ্চিন্তপুর গ্রামের ঈদগাহ উন্নয়ন ও নিশ্চিন্তপুর সাঃ প্রাঃ বিঃ উন্নয়ন।	
৫২	পাকুরিয়া পঞ্চায়েত বাড়ীর মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৫৩	পড়াঝার বটতলির নিকটের মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মন্তব্য
৫৪	মিরাশী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অফসেট ও রিং পাইপ সরবরাহ ও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। ।	
৫৫	ভোলারজুম গ্রামের সুন্দর আলীর বাড়ী হইতে আবু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৫৬	দক্ষিণ হাতুন্ডা জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৫৭	বাগবাড়ী মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৫৮	জারুলিয়া, রাণীগাও বাজারের মাছের ঘড়ের ঢেউ টিন লাগানো ও কাচুয়া বাজারের মাছের ঘড় এর ঢেউ টিন লাগানো সহ অবশিষ্ট অংশ উন্নয়ন।	
৫৯	উত্তর আমকান্দি মন্দিরভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৬০	দুবাড়িয়া আলাপুর গ্রামের হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অফসেট ল্যাট্রিন ও রিং পাইপ সরবরাহ	
৬১	উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	
৬২	চেগানগর নতুন বাজার হইতে পাটা বিল আঃ হাইর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারাউন্নয়ন।	
৬৩	গাজীপুর দারুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৬৪	জারুলিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৬৫	ক্কারীহাটি রেললাইন সংলগ্ন মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৬৬	আমু চা- বাগানের পুলপাড় মন্দির ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৬৭	রাণীকোট গ্রামের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৬৮	রাণীকোট বাল্লা রাস্তা হইতে কিরতাই গ্রামের রাস্তা সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৬৯	দক্ষিণকালিশীরি দলান বাড়ির নিকট মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭০	রামগঙ্গা চা-বাগানের মন্দির ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭১	দিমাগুরউন্ডা জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭২	চান্দপুর গ্রামের ঘন্টাশালের মন্দির ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭৩	তাহের-শামছুন্নহার উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	
৭৪	দঃ চান্দপুর বস্তির জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭৫	দেওরগাছ ঈদগাহ উন্নয়ন।	
৭৬	এলজিইডি রাস্তা হইতে বাঘমারা গ্রামের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৭৭	গনেশপুর গ্রামের মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৭৮	হলদি উড়া ফাইজানে মাদিনা সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।	
৭৯	গোড়ামী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিকট হইতে ডেউন্দি-শায়েস্তাগঞ্জ রাস্তার সংযোগ সড়ক ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৮০	চিনাই বিল মন্দিরভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মন্তব্য
৮১	পানছড়ি আশ্রয়ন প্রকল্পের দক্ষিণ পার্শ্বে উদ্ধারকৃত খাস জমিতে সীমানার পিলার স্থাপন।	
৮২	মামাভাগিনা মাজার হইতে হান্নান মহরীর বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন ।	
৮৩	মামাভাগিনা মাজার হইতে জিকুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়া করই তলা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ।	
৮৪	পূর্ব উলুকান্দি কোনাগাও জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৮৫	উলুকান্দি বশির মিয়ার বাড়ির রাস্তার কালভাট এর উইং ওয়াল নিমার্ণ।	
৮৬	শ্রীরামপুর কালী গাছতলা কালী মন্দির ভিত্তিক (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৮৭	কাছিশাইল মসজিদের নিকটের পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ।	
৮৮	গাজীগঞ্জ-রাণীগাও এলজিইডি রাস্তা হইতে গাভীগাও গ্রামের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৮৯	চাটপাড়া (আইডিয়াল) উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	
৯০	কাইছতলা পাকার মূখ হইতে সৈয়দা বাদ হইয়া মিরাশী হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৯১	নালমূখ বাজারে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৯২	দার গাও গ্রামের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	
৯৩	গোগাউড়া হাসান দারগার বাড়ির রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ।	
৯৪	চুনারুঘাট সদর জামে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৯৫	গোগাউড়া মইনূল হোসেন চৌধুরী সাহেবের বাড়ির মসজিদ ভিত্তিক মক্তব (শিশুশিক্ষা কেন্দ্র) উন্নয়ন।	
৯৬	বড়াইল গ্রামের আখড়া উন্নয়ন।	
৯৭	চুনারুঘাট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন।	
৯৮	খেতা মারা গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন ।	
৯৯	দক্ষিণ গঙ্গানগর গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন।	
১০০	দিমাগুরউন্ডা জামে মসজিদ উন্নয়ন।	
১০১	সতং বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন।	
১০২	পঞ্চাশ বাবরু মিয়া ,আবরু মিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	
১০৩	মীরের পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	
১০৪	ডাক্তার বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন।	
১০৫	সাটিয়াজুরী সার্বজনীন দূর্গামন্দির উন্নয়ন।	
১০৬	উত্তর পাচগাতিয়ায় তরমামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন।	
১০৭	পীরেরগা ওমুন্সী বাড়ি আনজব উল্লা ফোরকানিয়া মসজিদ (মক্তব) উন্নয়ন।	

উপজেলা পরিচিতি

পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন ঃ

চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই পরিকল্পনার আওতায় প্রকল্পসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে গৃহীত প্রকল্পসমূহ এবং স্থানীয় চাহিদার আলোকে আর্থিক প্রাপ্যতার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও চলমান রাখা হবে। উপজেলা পরিষদ স্থায়ী কমিটির সুপাারিশের আলোকে উপজেলা প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সবশেষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় তা অনুমোদন করা হবে। উন্নয়ন প্রকল্প সমুহ বাস্তবায়নের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরন করা হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে প্রতিটি প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য একটি মনিটরিং টীম গঠন করা হবে এবং ভবিষ্যতেও তা চলমান রাখা হবে। উক্ত মনিটরিং টীম সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সমন্ধে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি সভায় আলোচনা পূর্বক তা উপজেলা পরিষদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে। প্রতিটি বিল পরিশোধের পূর্বে কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়ে বিল পরিশোধ করবে। এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পস্থলে একটি পরিদর্শন বহি থাকবে সেখানে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিদর্শন পূর্বক মতামত লিপিবদ্ধ করবেন। এর আলোকে প্রকল্পের মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করে পরবর্তীতে করনীয় নির্ধারন করা হবে।

চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের সুশাসন ঃ

সুশাসন বর্তমান সময়ের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি শব্দ। নিরপেক্ষ,স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনই হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । এক কথায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক করা করা । সুশাসনের ফলে জনগণের মধ্যে মালিকানাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং তারা নাগরিক দায়িত্ববোধে সোচ্চার হয়। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবামুখী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার জন্য সুশাসনের বিকল্প নাই।

উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ঃ

জনগনের অংশগ্রহণ মূলক শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা হয়। সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সভায় জনপ্রতিনিধিদের ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। সভার কার্য বিবরনী তৈরী করা এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে তা প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো।

উপজেলা পরিষদের আয়োজনে সম্মানিত ভোটারগণের সহিত উম্মুক্ত বাজেট সভা ঃ

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট সম্মানিত নাগরিবগণের কাছে তুলে ধরা বা উম্মুক্ত করা এই **উপজেলা পরিষদের** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে জনগণ তাদের আশা–আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে পারবে। তাই এটিকে অত্যন্ত যৌক্তিক ভিত্তিতে **উপজেলা** পরিষদের পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা ঃ

উপজেলা পরিষদ গঠনে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমুহ গঠিত হয়েছে এবং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটি উপজেলা পরিষদকে বিভিন্ন ইস্যুতে সুপারিশ ও পরামর্শ দান করার মাধ্যমে সক্রিয় রাখে। সুতারাং উপজেলা পরিষদের দিক থেকে বিষয়টিকে পরিকল্পনায় সম্পৃত্ত করা হয়েছে।

উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম ঃ

সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলার নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত নারী উন্নয়ন ফোরাম তাদের একাধিক সভায় মিলিত হয়েছেন এবং নারীদের উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃত্ত করার মাধ্যমে নারী জনগণ তথা সার্বিক জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। নারী উন্নয়ন ফোরাম-এর এরূপ জনহিতকর কর্মকান্ডে সার্বিক অব্যাহত রাখা হবে।

উপসংহার

যে কোন কাজের সফলতা নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিকল্পণার উপর। যে কোন উন্নযনের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক, টেকসই, ফলপ্রসু উন্নয়ন পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রুটিসহ অনেক সীমাব্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন । তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশকে বাস্তবায়ন করা।

বাস্তবায়নে ঃ উপজেলা পরিষদ

চুনারুঘাট ,হবিগঞ্জ।